15 JAN 2017

দৈনিক

# প্রাথমিকের ৬৭ শতাংশ বই এখনো লক্ষ্মীপুরে পৌঁছেনি

মো. জহির উদ্দিন, লক্ষ্মীপুর ●

নতুন বছরের দুই সপ্তাহ পার হলেও লক্ষ্মীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সব বই পায়নি। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যমতে, জেলার চাহিদার ৬৭ শতাংশ বই এখনো লক্ষ্মীপুরে পৌঁছেনি।

বিগত বছরের শুরুতে সব বই পেয়ে শতভাগ ক্লাসে উপস্থিত হয়ে আনন্দ এরপর পৃষ্ঠা ১১; কলাম ৩

## প্রাথমিকের ৬৭ শতাংশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ও উল্লাস করেছিল শিক্ষার্থীরা। এবার সে রকম হয়নি বলে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, বিভিন্ন শ্রেণির ২/১টি বিষয়ের বই পেয়েছেন। কবে নাগাদ সকল বই পাবেন সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই তাদের কাছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চাহিদার ৩৩ শতাংশ বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি বইগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। বইগুলো জেলায় পৌঁছলে দ্রুতই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

রায়পুর চর ইন্দুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফরিদ উদ্দিন জানান, তার বিদ্যালয়ে ২৮৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বছরের প্রথম দিন প্রথম শ্রেণির ৪০ জনকে একটি করে বাংলা বই, দ্বিতীয় শ্রেণির ৪৯ জনকে একটি করে বাংলা বই, তৃতীয় শ্রেণির ৬৮ জনকে বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয় ও ইংরেজি, চতুর্থ শ্রেণির ৪৭ জনকে বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয় ও ইংরেজি, পঞ্চম শ্রেণির ৩৮ জনকে একটি করে বাংলা বই দেওয়া হয়েছে। এখনো প্রাক-প্রাথমিকের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে বই দেওয়া যায়নি।

লক্ষ্মীপুর পৌর এলাকার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী হাওলাদার জানান, তার বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণির ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, পঞ্চম শ্রেণির ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণির ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই পাওয়া যায়নি।

সদর উপজেলার উত্তর মান্দারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সামছুদ্দিন জানান, প্রথম শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি ও গণিত, দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা ও ইংরেজি, তৃতীয় শ্রেণির ১৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণির ১৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, পঞ্চম শ্রেণির ১৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বই পাওয়া যায়নি। যথাসময়ে সব বই না দেওয়াতে শিক্ষার্থীদের মন কিছুটা খারাপ রয়েছে।

চন্দ্রগঞ্জ থানার দক্ষিণ দিঘলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, তিনি প্রথম শ্রেণির ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, দ্বিতীয় শ্রেণির ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, তৃতীয় শ্রেণির ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, চতুর্থ শ্রেণির ৭৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫টি বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণির ৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই পেয়েছেন। গতকাল শনিবার পর্যন্ত আর কোনো বই তার স্কুলের শিক্ষার্থীরা পায়নি।

একই থানার চরচামিতা অজিফা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সবিতা রাণী পাল জানান, প্রথম শ্রেণির ২৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি ও গণিত, দ্বিতীয় শ্রেণির ৩৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা ও ইংরেজি, তৃতীয় শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণির ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং পঞ্চম শ্রেণির ৩২ জন শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান বই পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সামছুদ্দিন বাবুল জানান, ১৬টি বইয়ের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ৮টি বই এসেছে। বই না আসার কারণে শিক্ষার্থীদের হাতে সকল বই দেওয়া সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল আজিজ জানান, জেলায় বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে ৩৩ শতাংশ বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি বইগুলো আগামী ২-১ দিনের মধ্যে এলে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।